দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 JUN 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় বাজেট পেশ হয়নি ।। তুমুল হৈ চৈ ।। সভা মুলতবী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ২৮শে জুন।— প্রায় সোয়া একঘন্টা প্রচণ্ড হৈ চৈ, চরম বিশৃঙ্খলা, উত্তপ্ত বাদানুবাদ, শিবিরকর্মীদের সদম্ভ উপস্থিতি ও ২৯ জন সিনেট সদস্যের প্রতীক ওয়াকআউটের মধ্য দিয়ে আজ রোববার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের দশম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাজেট পেশ করার কথা থাকলেও তা না করে সভাপতি নজিরবিহীনভাবে সভা মুলতবী ঘোষণা করেন। একশ' একজন সিনেট সদস্যের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন মাত্র ৫৮ জন। অচলাবস্থা চলা-কালে সভায় সভাপতির কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না বললেই চলে।

বিকেল ৩টায় সভার সভাপতি উপাচার্য রফিকুল ইসলাম চৌধুরী ও প্রো-ভিসি বদিউল আলমের আগমনের পর পর জাতীয় সঙ্গীত ও কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। এরপর রেজিস্ট্রার ও সভা পরিচালনাকারী আবদুর রশীদ "এখন শোক প্রস্তাব পাঠ করছি" বলে মূল প্রসিডিংসে যাবার উদ্যোগ নিলে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য প্রদানের জন্য উঠে দাঁড়ান সাবেক চাকসু ভিপি, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিকাদারী ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এস, এম ফজলুল হক। অচলাবস্থার সূত্রপাতও ঘটে ঐ মুহূর্তে থেকে। শোক প্রস্তাব পাঠ করতে না পেরে রেজিস্ট্রার আবদুর রশীদ বসে পড়েন। এসময় শোক প্রস্তাবের পূর্বে ধন্যবাদ ও অভিনন্দনসূচক বক্তব্য প্রদানের প্রতিবাদ জানান সিনেট সদস্য ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক আবদুল মান্নান।

এরপর তিনি "চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৭৩-এর অধীনে নির্বাচিত উপাচার্য প্রফেসর আলমগীর মোঃ সিরাজুদ্দীনকে ঔপনিবেশিক আমলের কালাকানুন বলে অব্যাহতিদান ও বিশ্ববিদ্যালয় আইন লংঘন করে এবং বর্তমান সিনেটের অধিকার ক্ষুণ্ন করে রফিকুল ইসলাম চৌধুরীকে নিয়োগ করায়" তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়ে ৫

চট্টগ্রাম ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৩

চট্টগ্রাম ঃ সিনেট

(১ম পাতার পর)

মিনিটের জন্য ওয়াকআউটের আহ্বান জানান। এর সমর্থনে ২৯জন সদস্য কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান।

৫ মিনিট পর সদস্যরা ফিরে এলে সভা শুরু হয়। তবে সভাপতির নিয়ন্ত্রণকে উপেক্ষা করে জামাতপন্থী সদস্যরা ইচ্ছেমত বক্তব্য দিতে থাকেন।

এহেন অবস্থার প্রতিবাদ জানান ডঃ হামিদা বানু, অধ্যাপক আবদুল মান্নান, অধ্যাপক মোহিত-উল আলম, ডঃ মঈনুল ইসলাম, অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম আরিফ প্রমুখ। তাদের বক্তব্য প্রদানের সময় জামাতপন্থী সদস্যরা হৈ চৈ করে টেবিল চাপড়িয়ে বাধা দিতে থাকলে বাদানুবাদ ও উত্তেজনা দেখা দেয়।

অচলাবস্থার শেষ পর্যায়ে ডঃ হামিদা বানু উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, " যে চ্যান্সেলর ও রাষ্ট্রপতি আপনাকে নিয়োগ দিয়েছেন তিনি একজন চিহ্নিত স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার। অতএব এই নিয়োগ আমরা মানি না।" এই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে সভাকক্ষে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। জামাতী সিনেট সদস্যরা ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠেন এবং হামিদা বানুকে লক্ষ্য করে অশ্লীল বাক্যবাণ ছুড়তে থাকেন। এরপর চা-পানের বিরতি দেয়া হয়।

বিরতির পর উপাচার্য বক্তব্য রাখেন। কিন্তু এরপর নিয়মানুযায়ী রেজিস্ট্রার বাজেট পেশের জন্য উঠে দাঁড়ালে জামাতী একজন সদস্য এডভোকেট নুরুল আমিন সভার নাম 'দশম' পরিবর্তন করে 'নবম' করার দাবী জানালে পুনরায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। উভয়পক্ষ তীব্র বাদানুবাদে লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে উপাচার্য রুলিং দেন " দশম সভা বৈধ কি অবৈধ এ ব্যাপারে এটর্নী জেনারেলের মতামত নেয়া হবে এবং মতামত নিয়ে পরবর্তীতে পুনরায় সভা আহ্বান করা হবে।" এই বলে বাজেট পেশের সুযোগ না দিয়েই তিনি নজিরবিহীনভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য সভা মুলতবী ঘোষণা করেন।